আজকের কাগজ

তারিখ 04 DEC 1992
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে নির্মাণ কাজ বন্ধের পথে

নজমুল কবির শিপন : সশস্ত্র চাঁদাবাজ তরুণদের দৌরাত্ম্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ বন্ধ হবার পথে। ঠিকাদারী নিয়ে ঠিকাদাররা চাঁদাবাজদের ভয়ে ক্যাম্পাসে গোপনে এসে গোপনে চলে যায়। সশস্ত্র তরুণরা কর্মস্থলে এসে লেবার-মিস্ত্রীদের মারধর করে, হুমকি দেয় এমন কি চাঁদা না পেয়ে নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে চলে যায়। প্রকাশ্য দিবালোকে সশস্ত্র তরুণরা গোডাউন থেকে ট্রাক ভর্তি করে রড, সিমেন্ট, কাঠ নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে বাধা দান বা বাড়াবাড়ি করলে 'হত্যা' করা হবে এমন হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়। ফলে ভয়ে কেউ মুখ খোলে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ৬ কোটি টাকার নির্মাণ কাজ চলছে। এরমধ্যে মোমিন এন্ড ব্রাদার্স জহুরুল হক সংলগ্ন শিক্ষকদের আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ পেয়েছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩ কোটি টাকা। খন্দকার মোকাররম হোসেন বিজ্ঞান ভবন তৃতীয় তলার কাজ করছে মেসার্স খান এন্ড ব্রাদার্স যার প্রাক্কলিত ব্যয় ২ কোটি ৪ লাখ টাকা। ৭২ লাখ টাকা ব্যয়ে উত্তর ফুলার রোড শিক্ষকদের আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ করছে 'মেসার্স আসিফ কনস্ট্রাকশন। এ সকল নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলেও চাঁদাবাজদের হুমকি, বাধাদানের ফলে তাদের পক্ষে নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ প্রশাসনকে এ সকল সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে অভিযোগ করা সত্ত্বেও রহস্যজনক কারণে কার্যকর পদক্ষেপ নেয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞান ভবন তৃতীয় তলার নির্মাণ কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স খান এন্ড সন্স অভিযোগ করেছে যে, নগদ চাঁদা না পেয়ে তাদের গুদামে রক্ষিত নির্মাণ সামগ্রী পাঁচবার সশস্ত্র তরুণরা লুট করে নিয়ে যায়। গত মাসের ৫, ১৭, ২৯, ২৫ ও ২৭ তারিখে এ মালামাল লুট হয় যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩ লাখ টাকা। চাঁদাবাজ তরুণরা কখনও ট্রাক ভর্তি করে কখনোবা ভ্যান ভর্তি করে মালামাল নিয়ে যায়। শ্রমিকরা বাধা দিতে গেলে তাদের মারধর করে এবং এ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্যে শাসিয়ে যায়। ওই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবারই রমনা থানায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ৩৭৯ এবং ৩২৩ ধারায় মামলা দায়ের করে। মামলা নং যথাক্রমে ২৬ (৬/১১/৯২), ৭৬ (২২/১১/৯২), ৯১ (২৬/১১/৯২) এবং ৯৫ (২৭/১১/৯২)। এসব মামলা করা সত্ত্বেও পুলিশ সংশ্লিষ্টদের গ্রেফতার করতে উদ্যোগী হয়নি। অবশ্য গত ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় খান এন্ড সন্সের গোডাউনে রক্ষিত প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের সেগুন কাঠ দু'টি ভ্যান গাড়িতে নিয়ে যাবার সময় রমনা থানা পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করে। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে 'নির্মাণ কাজ নির্বিঘ্নে' চালানোর জন্যে জরুরিভিত্তিতে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করতে লিখিতভাবে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকাদারী নিয়ে ঠিকাদাররা চাঁদাবাজদের ভয়ে এক রকম "পলায়নপর" জীবন যাপন করে। নির্মাণ কাজ চলাকালে সশস্ত্র তরুণদের সন্তুষ্ট রাখতে বিপুল পরিমাণ টাকা দিতে হয়। চাঁদা ওই তরুণরাই ধার্য করে। বিভিন্ন দলে তারা আসে এবং চাঁদা দিয়ে প্রতি দলকেই সন্তুষ্ট রাখতে হয়। চাঁদা না দিলে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। এই হুমকি ঠিকাদারদের পরিবার পর্যন্ত গিয়ে গড়ায়। হুমকি দেয়া হয় 'টেলিফোনে' এমনকি বাসায় গিয়েও। ফলে নিরাপত্তাহীনতার ভীতি পারিবারিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত।

নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে নির্মাণ কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের যেমন ক্ষতি, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়েরও ক্ষতি। জরুরি-ভিত্তিতে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প গঠন না করলে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কোনো অবস্থাতেই 'সাইটে' কাজ করা সম্ভব নয় বলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলো জানিয়েছে।